দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...17 SEP 1998

পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

৫৬টি সরকারী কলেজে কম্পিউটার বিজ্ঞান চালু হচ্ছে

ফলোআপ

হাইটেকের এ বিশ্বে কম্পিউটার শিক্ষার বিকল্প নেই। কম্পিউটার প্রবেশ করছে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে। এ ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ প্রশংসনীয়। কম্পিউটার সহজলভ্য করে দিয়েছে সরকার। কম্পিউটার শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষামন্ত্রণালয় ৫৬টি সরকারী কলেজে বর্তমান শিক্ষাবর্ষ থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতেমধ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় প্রতিদিন সরকারী কলেজের কমপক্ষে দুইজন করে শিক্ষককে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কম্পিউটার বিষয়ক প্রাকটিক্যাল ক্লাসের জন্য সার্বক্ষণিক ভিত্তিতে একজন সিনিয়র কম্পিউটার টিকনিশিয়ান নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দেশে ও বিদেশে কম্পিউটার দক্ষ জনশক্তির তীব্র সংকট থাকায় সরকার এই প্রকল্পে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। এ বছর ৫৬টি কলেজে কম্পিউটার কোর্স চালু করার ফলে প্রায় ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে কম্পিউটার শিক্ষার সুযোগ লাভ করতে পারবে। ২৬ কোটি ৬৮ লাখ টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পে ক্রমান্বয়ে মোট ১৫৪টি সরকারী কলেজে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি, আসবাবপত্র ও বই-পুস্তক সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে। যে ৫৬টি কলেজে কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স চালু করা হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ ঢাকা বোর্ডের ঢাকা কলেজ, বদরুন্নেসা কলেজে, সরকারী বাঙলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, সরকারী বঙ্গবন্ধু কলেজ, নারায়ণগঞ্জ মহিলা কলেজ, নেত্রকোনা সরকারী কলেজ, রাজবাড়ী সরকারী কলেজ, মানিকগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজ, শেরপুর মহিলা কলেজ, তোলারাম কলেজ, ভাওয়াল বদরে আলম কলেজ, রাজেন্দ্র সরকারী কলেজ, মুমিনুন্নেসা মহিলা কলেজ, সরকারী আশেক মাহমুদ কলেজ ও সরকারী মওলানা মোঃ আলী কলেজ।

কম্পিউটার তারুণ্যের আগ্রহের বিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে — *ইয়াসিন বাবুল*

কুমিল্লা বোর্ডের জিয়া সরকারী মহিলা কলেজ, চাঁদপুর সরকারী মহিলা কলেজ, চাঁদপুর সরকারী কলেজ, লক্ষীপুর সরকারী কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সরকারী মহিলা কলেজ, মৌলভীবাজার সরকারী কলেজ, সুনামগঞ্জ সরকারী কলেজ, নোয়াখালী সরকারী কলেজ, নোয়াখালী সরকারী মহিলা কলেজ, কুমিল্লা সরকারী মহিলা কলেজ, সিলেট সরকারী কলেজ ও ভিক্টোরিয়া কলেজ।

রাজশাহী বোর্ডের চাঁপাইনব্যবগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজ, লালমনির হাট সরকারী কলেজ, ঠাকুরগাঁও সরকারী মহিলা কলেজ, নওগাঁ সরকারী কলেজ, মুজিবর রহমান সরকারী মহিলা কলেজ, জয়পুর হাট সরকারী মহিলা কলেজ, নিউ গভঃডিগ্রী কলেজ, পাবনা সরকারী মহিলা কলেজ, বেগম রোকেয়া কলেজ, শাহ সুলতান কলেজ ও দিনাজপুর মহিলা কলেজ।

যশোর বোর্ডের সরকারী এমএম কলেজ, বাগেরহাট সরকারী মহিলা কলেজ, বরগুনা সরকারী কলেজ, ফজিলাতুন্নেসা সরকারী মহিলা কলেজ, ঝালকাঠি সরকারী কলেজ, ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজ, খুলনা সরকারী মহিলা কলেজ, যশোর মহিলা কলেজ, কুষ্টিয়া সরকারী মহিলা কলেজ, বরিশাল মহিলা কলেজ ও পটুয়াখালী মহিলা কলেজ।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চট্টগ্রাম সরকারী মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ, কক্সবাজার সরকারী কলেজ, রাঙ্গামাটি কলেজ ও বান্দরবান কলেজ।

এই কলেজগুলোর বাইরে দেশের বিভিন্ন বেসরকারী কলেজে কম্পিউটার কোর্স খোলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। কম্পিউটার শিক্ষা নিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রীতিমত উৎসব অবস্থা। এই অবস্থা চলতে থাকলে অসংখ্য কম্পিউটার পল্লী গড়ে উঠতে পারবে এ দেশে। তবে ওয়াকবিহাল মহল মনে করে, কেবল কোর্স খুললেই চলবে না। ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়োজন। তারা যেন ছাত্র-ছাত্রীদের যথোপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে পারে। আগামী শতকে যুক্তরাষ্ট্রে যে লাখ লাখ কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন তার বড় অংশটি যেন আমাদের দেশ পূরণ করতে পারে সে লক্ষ্য অযৌক্তিক নয়। এ ছাড়া এখনই দক্ষ কম্পিউটার প্রোগ্রামারের ব্যাপক চাহিদা বিশ্ব জুড়েই। আমাদের দেশে কম্পিউটার প্রোগ্রামারের বিপুল চাহিদা সত্ত্বেও এর অভাব প্রকট। উচ্চ মাধ্যমিক স্তর থেকে কম্পিউটার শিক্ষায় হাতে খড়ি নিয়ে এসে ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষায়তনে নিজেদের বিশেষজ্ঞ করে তুলতে পারবে। ❑ আনোয়ার আলদীন